42 দৈনিক সংবাদ
MAY 1 8 1999
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গবেষণার তথ্য

দারিদ্র্যই গ্রামের শিশুদের বিদ্যালয়মুখী না হওয়ার প্রধান কারণ

।। নূরুর রহমান ।।

প্রধানতঃ দারিদ্রতার কারণে গ্রামের শিশুরা স্কুলে যায় না। একই কারণে তারা স্কুলে না গিয়ে নিয়োজিত হয় শ্রম বিনিয়োগে। এই অবস্থা অবসানে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করলে দরিদ্র অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হবেন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) গবেষক মোঃ সফিকুল ইসলামের গবেষণা থেকে এই তথ্য জানা গেছে। 'Universal primary Education : situation in two villages of Bangladesh' শীর্ষক এই গবেষণার তথ্য ২টি গ্রামের ৫৪১টি পরিবার থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে: স্কুলে যাবার বয়সী ৭ থেকে ১৪ বছরের ৭৮৭টি শিশুর মাঝে ১২৭ জন স্কুলে যায় না। ৬১ শতাংশ অভিভাবক বলেছেন, দারিদ্র্যের কারণে তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছেন না। যারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাননা তাদের ৩৯ শতাংশ শিশুদের শ্রমে নিয়োগ করেছেন। স্বল্প আয়ের পরিবারের শিশুদের মাঝে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। অভিভাবকদের শিক্ষার হার এবং স্কুল থেকে ছেলে-মেয়েদের ঝরে পড়ার মাঝে ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে।

স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের অভিভাবকদের মাঝে ৯০ দশমিক ৫৬ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। স্কুলে ভর্তি না হওয়া এবং ঝরে পড়া শিশুদের বয়স ছিল ১০ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে এবং এদের ৪৮ শতাংশ শিশু শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিল। স্বল্প আয়ের পরিবারের শিশুদের মাঝে ঝরে পড়ার হার ছিল অনেক বেশি। ৫৫ শতাংশ অভিভাবক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে জানান, তারা তাদের শিশুদের স্কুলে পাটাতে আগ্রহী; কিন্তু তারা বলেছে, এর জন্য আরো সুযোগ-সুবিধা দরকার।

গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রাম ২টিতে ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের উপস্থিতির হার অনেক বেশি। মোট ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৫২ ভাগ মেয়ে এবং ৪৮ ভাগ ছেলে। স্কুল ৩টিতে শ্রেণী কক্ষ, আসবাবপত্র সংকট, অপর্যাপ্ত বই ও শিক্ষা উপকরণ এবং বিদ্যুৎ সংযোগ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও শৌচাগার ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা রয়েছে। ৩৮ শতাংশ পড়ুয়া শ্রেণী কক্ষে বসার সুবিধা পায় না।

গবেষণাটিতে বলা হয়েছে ঃ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার রোধ ও ভর্তি সংখ্যা বাড়াতে হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে আরও বেশি সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। মূলত ঃ দরিদ্রতার কারণেই শিশুরা স্কুলে যায় না এবং প্রাইমারি লেভেল পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করে না। দরিদ্র অভিভাবকদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব কম, কেননা এ শিক্ষা তাদের সন্তানদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে না। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে দরিদ্র অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হবেন। গবেষণার সুপারিশে বলা হয়েছে, শ্রেণীতে পাঠদান কার্যক্রমকে বাড়ির কাজভিত্তিক না করে অধিকতর শ্রেণীপাঠভিত্তিক করা প্রয়োজন।

তারিখ FEB 7 1999
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

THE BANGLADESH OBSERVER

India wire ... SAARC bridge

Su... and rare indeed ... not show tell-tale signs of s... which most of us are subjected to today ... ulcers and other psychosomatic disorders. However, although it is generally accepted that adults can suffer from the distress from the tension and trauma of daily living, few realise that children also suffer from the same kind of tension. Relieving children of stress may be, therefore, an essential part of the school curriculum.

The question we must ask: is this at all feasible within the present educational system that lays stress on academic achievement. The answer is "probably not" but it does explain why there is an increasing number of children who are obviously under strain and unable to cope. Some of the symptoms of "stress" are Attention Deficit Syndrome (ADS); hyperactivity; learning deficiencies or behaviour problems, all of which teachers are reporting with greater frequency than in the past. But each has been seen as a separate disorder to be handled separately—or in most cases in our schools—not handled at all. Today all these syndromes and disorders have been lumped together under one label—SOSOH (Stressed Out Survival-Oriented Humans) and it would seem the person who has coined this label may have a point.

All the symptoms of these disorders, according to experts, are non-pathological, and related to a non-integrated, one-sided functioning of the brain, or a tendency to act through mere reflexes and/or reactions controlled from the survival centres in the brain stem and the sympathetic nervous system. Stress caused by various influences such as the environment; development; family; social relations; pressures caused by the school; trigger processes in the nervous system which produce and regulate survival-oriented behaviour.

Chronic stress affects the full development of the brain, as stressful behaviour belong to the area of the frontal lobes which control the motor activities, inner speech, self-control and reason. Children who have been exposed to severe stress factors are found to be more concerned with survival than with reason. It is well known that the various stress factors—some obvious; others hidden—are the reason for many learning difficulties and learning blocks we see in children which manifest themselves in difficulties in reading, spelling, calculating, excessive fear of exams; slow or hurried and imprecise ways of working, etc.

Children under stress tend to skip their meals, but skipping meals only accentuates the problem. A breakfast rich in carbohydrate, protein and fibre is particularly important and some say this meal should be equivalent to a third of the daily diet, as it stimulates the sympathetic nervous system; revs up hormones and neurotransmitters in the brain for an active day. Without a healthy breakfast and lunch, it is much more difficult to concentrate or get work done—making the day's tasks even harder and, in turn, causing fatigue and anxiety, leading to more stress.

To help break the cycle of stress in children teachers and parents should persuade them to drink plenty of liquid to prevent the dehydration, dry mouth and palpitation that go with stress. Stress can also cause cramps and constipation which can be offset by adding fibre, an important element in the diet.

Children have a right to less stressful schooling and the authorities had better do the needful with the help of guardians.